তারিখ 16 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

১৩

কম্পিউটারে ভূত

কুমিল্লা বোর্ডে ফল জানতে পারেনি ৩ হাজার পরীক্ষার্থী

॥ নূরুর রহমান ॥

কম্পিউটারে ভূতের আসরের কারণে কুমিল্লা বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ৩ হাজার পরিক্ষার্থী তাদের ফলাফল জানতে পারেনি। ফলাফল গেজেটে প্রায় ২শ স্কুলের নামই নেই। ফলে এসব স্কুল থেকে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে বা কি ঘটবে তা এখন অনিশ্চিত। কম্পিউটারে ফলাফল প্রকাশ শুরু হবার পর গত কয়েক বছর যেসব স্কুল থেকে কেউ পাস করতে পারে না সেসব স্কুলের পাসে লেখা থাকতো 'NILL' কিন্তু এবার স্কুলের নামই 'NILL' হয়ে গেছে। সাধারণভাবে ধরে নেয়া হচ্ছে এসব স্কুল থেকে কেউ পাস করেনি। কিন্তু এবারের ফলাফল গেজেটে এমন স্কুলেরও নাম নেই যে স্কুলগুলোর অতীত ফলাফল ছিল ভাল। ফলে খটকা বেধেছে। এক্ষেত্রে কি হবে তা বোর্ড কর্তৃপক্ষও বলতে পারছেন না। তারা বলছেন, ঢাকার কম্পিউটার সেন্টার জানে। বিপদে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরা। তারা বারবার বোর্ডে ছুটে আসছেন, ছাত্র অভিভাবকের চাপের মুখে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। দেখা গেছে, প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোর নাম ফলাফল গেজেট থেকে গায়েব হয়ে গেছে। বৃহত্তর সিলেটের ৩টি জেলার ১১৩টি স্কুলের নাম ফলাফল গেজেটে নেই। এটা কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে বৃহত্তর ৩টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, কম্পিউটার সেন্টারে ওএমআর (অপটিক্যাল মার্কাস রিডিং) যা থেকে পরীক্ষার্থীর পরিচয়, বিষয় ইত্যাদি হারিয়ে যাওয়া অথবা ওএসআর-এ ভুলভ্রান্তি থাকায় এমনটি ঘটেছে। ঢাকায় কম্পিউটার সেন্টারে কাজ করেছেন এমন একজন বোর্ড কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ওএসআর ডাকযোগে ঢাকায় কম্পিউটার সেন্টারে পাঠানো হয়। এ ক্ষেত্রে ওএমআর ভেজা অথবা দুমরানো মুচরানো বা কোন ভাঁজ থাকলে কম্পিউটার তা থেকে রিডিং নিতে পারে না।

এছাড়া মূল উত্তরপত্র থেকে ওএমআর ছিঁড়ে আলাদা করতে গিয়ে সামান্য একটু কোনা ছিঁড়ে গেলেও এমনটি ঘটে। তিনি জানালেন, ওএমআর কম্পিউটার সেন্টারে এমন হেলাফেলা করে ফেলে রাখা হয় যে, হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হবার পর কথা ছিল পরবর্তীতে তা সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হবে। এ জন্য কুমিল্লা বোর্ডে নতুন ভবনও তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কম্পিউটার সেন্টার স্থানান্তর আজ অবধি হয়নি। বোর্ড ক্যাম্পাসে কম্পিউটার সেন্টার থাকলে এসব ভুল তাৎক্ষণিকভাবে শুধরে নেয়া যেতো। পরীক্ষার্থী বা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো যেতো আসলে ব্যাপারটা কি। কিন্তু এখন জবাব একটাই, ঢাকায় কম্পিউটার সেন্টার জানে। যেখানে শিক্ষক বা পরীক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার নেই।